উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ আষাঢ় ১৪২৫ বুধবার ৪.০০ টাকা 11 July 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

কীভাবে এল আমাদের পদবি?
জুলাই ১৮ তথ্যকেন্দ্র ১০ টাকা
দেবদেবীদের পদবি নেই কেন? রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ কুলি সর্দার ছিলেন? জীবনানন্দ দাস নাকি দাশ? দেড়শোরও বেশি পদবির উৎপত্তি। পুজোর ভ্রমণ ও বিমানের টিকিট। ধারাবাহিকে সমরেশ
একডজন প্রেমের গল্প

মঙ্গলবার কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। –সংবাদচিত্র

দর্শকের মন জিতেও পরাজিত বেলজিয়াম

ফরাসি সাম্রাজ্যের উদয়

ফ্রান্স–১ (উমতিতি) বেলজিয়াম–০

গতি। স্কিল। ব্যক্তিগত নৈপুণ্য। দুর্দান্ত সব পাস। সবমিলিয়ে বিশ্বকাপ সেমিতে মন ভালো করে দেওয়া ফুটবল। গতকালের প্রিভিউতেই লিখেছিলাম, এই দুই দলই ফাইনাল খেলতে পারত। কিন্তু বাস্তব হল ফ্রান্স ও বেলজিয়াম একে অপরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে। উত্তেজক সেমিফাইনালে বেলজিয়ামকে ১–০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য

বিশ্বকাপ ফাইনালে পৌঁছে গেল ফ্রান্স। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর দ্বিতীয়ার্ধ শুরুর ১০ মিনিটের মধ্যে ফরাসি শিল্পের ঝলক পরিণতি পেল গ্রিজম্যানের কর্নার থেকে উমতিতির গোলে।

আসলে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে বোধহয় এমনই হয়। সেটপিস ফারাক গড়ে দেয়। রোমহর্ষক ম্যাচের শুরু থেকেই স্লোগান ছিল আক্রমণ। বাঁ–প্রান্ত ধরে এমবাপের অসাধারণ দৌড় বারবার দেখা গিয়েছে। শুরুতেই বেলজিয়ামের মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা। ১৫ মিনিটের মাথায় ডি ব্রুয়েনের পাস থেকে হ্যাজার্ডের অসাধারণ শট অল্পের জন্য বাইরে যাওয়া। পরে বারবার তা হয়েছে। পালটা আক্রমণে জিরুড–পোগবা–গ্রিজম্যানের ত্রিভুজ আছড়ে পড়ল বেলজিয়ামের বক্সে। এমন ম্যাচই তো বিশ্বকাপের ইউএসপি।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল ৩–৫–২ ছকে শুরু করতে হলে দম চাই। বেলজিয়ামের ফুটবল দলটা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, তা আগেই প্রমাণিত। অনেক ধাক্কা খেয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ওরা। সঙ্গে চলছে ধারাবাহিক চমকের পালা। ব্রাজিল ম্যাচে যেমন বেলজিয়াম কোচ মার্টিনেজের স্ট্র্যাটেজি বুঝতে সময় নিয়েছিলেন নেইমাররা, আজ ফ্রান্সের ক্ষেত্রেও একই হল। লুকাকু–হ্যাজার্ডদের আজ মাঝখানে রেখে পিছন থেকে ডি ব্রুয়েনকে জুড়ে দিয়ে চমক দিয়েছিল বেলজিয়াম। ওদের কোচ মার্টিনেজ অসম্ভব বুদ্ধিমান। আমার মতে, এবারের বিশ্বকাপের সেরা। বেলজিয়াম শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললে ফ্রান্সই বা গুটিয়ে থাকবে কেন। নিট ফল, রেফারির বাঁশি বাজার পর থেকেই দুই দলের তরফে অনেকটাই ওপেন ফুটবল দেখলাম আমরা। দ্বিতীয়ার্ধে বেলজিয়াম পিছিয়ে পড়ার পর খেলা আরও জমে গেল। দুই দলের ডিফেন্স ও গোলকিপারদের সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হল। লরিস ও কুয়োর্তোয়ারা দুজনেই এবার দারুণ ছন্দে ছিলেন। আজও বেশ কয়েকটা সেভ করতে হল তাদের। বিশেষ করে লরিসের মধ্যে ১৯৯৮ বিশ্বকাপের বার্থেজ হয়ে ওঠার একটা চেষ্টা ছিল। ফ্রান্সের দুই স্টপার ভারানে, উমতিতির লড়াই মনে রেখেও বলব গোলকিপার লরিস ম্যাচের সেরা।

বেলজিয়ামের শুরুর আক্রমণের ধারা সামলে ৪–২–৩–১ ছকে ম্যাচে ফিরতে একটু সময় নিল ফ্রান্স। মাঝমাঠে ব্লকিংয়ের কাজটা দারুণভাবে করতে শুরু করলেন কন্তে। কার্ড সমস্যা মিটিয়ে মাতৌদিও দারুণ খেললেন। যদিও ফ্রান্স মূলত কাউন্টার অ্যাটাকের দিকেই বেশি নজর দিয়েছিল। সংগত কারণেই এমনটা করেছিলেন দেশাঁ। বিশ্বজয়ের অভিজ্ঞতার দিক থেকে বেলজিয়াম কিছুটা হলেও পিছিয়ে ছিল। তাই ফ্রান্স মাঝমাঠের দখল নিতেই জমে গেল দুই প্রতিবেশীর লড়াই। দুর্দান্ত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে প্রথমার্ধে ক্লিন ফুটবলও দেখলাম আমরা। উরুগুয়ের রেফারিকে কার্ড বের করতেই হল না।

এরপর নয়ের পাতায়

সেমিফাইনালে ফ্রান্সের উমতিতির হেডে বেলজিয়ামের জালে বল। –এএফপি

DESUN HOSPITAL SILIGURI
হার্ট অ্যাটাক
মাঝরাতেও অ্যাম্বুলেন্স পিক-আপ থেকে স্পেশালিস্ট ডাক্তার - সবই পাবেন একমাত্র ডিসানেই।
তোমার ছুটি আমার নয়
শিলিগুড়িতে ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে
✆ 90516 40000

উন্নয়নের কথায় কেন্দ্রকে আক্রমণ

সামাজিক প্রকল্পে ঢিলেমি চান না মুখ্যমন্ত্রী

সুশান্ত গুহ ● চ্যাংরাবান্ধা

১০ জুলাই ঃ লোকসভা নির্বাচন যদি ঠিক সময়ে হয় তাহলে সময় রয়েছে এক বছরেরও কম এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন দুটি ফ্রন্টে। রাজনৈতিক ফ্রন্টে তিনি জাতীয়স্তরে বিজেপি বিরোধী বিকল্প মঞ্চ গড়তে উদ্যোগী হয়েছেন এবং রাজ্যস্তরে তাঁর প্রচারের প্রধান অস্ত্র উন্নয়ন। উন্নয়নকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দলের রাজনৈতিক অবস্থান এমনভাবে শক্তিশালী করতে চান যার মাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে এই রাজ্যে আরও বেশি আসন দখল করা সম্ভব হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানেন জাতীয় রাজনীতিতে নির্বাচন পরবর্তী দরকষাকষির সময় বেশি আসন দখলে থাকা জরুরি। তাছাড়া তৃণমূল নেত্রী এবার জাতীয়স্তরে ফেডারেল ফ্রন্ট গড়ার ডাক দিয়েছেন। তাঁর মূল কথা হল, যে যেখানে শক্তিশালী তাকে সেখানে লড়াইয়ের সুযোগ দেওয়া হোক। তিনি এমনভাবে ফেডারেল ফ্রন্টকে শক্তিশালী গড়তে চান যাতে নির্বাচনের পর জোট সরকার গড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হলে কংগ্রেস ওই ফ্রন্টকে সমর্থন করতে বাধ্য হয়।

তেমন পরিস্থিতিতে বেশি আসন থাকা যে জরুরি তা মমতার থেকে ভালো আর কেউ জানেন না। বিগত বিধানসভা নির্বাচনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছেন এই রাজ্যে উন্নয়নকে তিনি প্রচারের প্রধান হাতিয়ার করলে মানুষ তাঁর দিক থেকে মুখ ফেরাবেন না। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর যেকোনো প্রশাসনিক বৈঠকেই এই দুই কৌশলের মিশ্রণ থাকে। সেইসব বৈঠকে তিনি যেমন সুযোগ পেলেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রের শাসকদলকে আক্রমণ করতে ছাড়েন না, তেমনই উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে গাফিলতি থাকলে প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও তাঁর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়।

মঙ্গলবার কোচবিহারের প্রশাসনিক বৈঠকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় প্রশাসনিক কর্তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, সামাজিক পরিসেবামূলক কাজে তিনি কোনোরকম ঢিলেমি বরদাস্ত করবেন না। এদিন চ্যাংরাবান্ধার অডিটোরিয়ামে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সামাজিক কাজে ঢিলেমি আমি মানব না। পরিসেবামূলক কাজ যেন পড়ে না থাকে। সাইকেল পড়ে থেকে যেন নষ্ট না হয়।' তাঁর নির্দেশ, '১৫ দিন অন্তর শিবির করে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা মানুষকে দিতে হবে। সামাজিক প্রকল্পে মানুষকে বেশি করে যুক্ত করতে হবে।' এরই পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের মেরামতিতে সাদা পাথরের ব্যবহারে ক্ষোভপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'নিষিদ্ধ সাদা পাথর দিয়ে রাস্তা সারাই হচ্ছে। এটা হতে পারে না। পাকারাস্তা তৈরি করতে হবে কালো পাথর দিয়ে।' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'নিষিদ্ধ পাথর জাতীয় সড়কে ব্যবহার করা যায় না। ওই রাস্তা তো ছয়মাসেই শেষ হয়ে যাবে।' তাঁর প্রশ্ন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে যে রাস্তা তাতে কী করে সাদা পাথর ব্যবহার করা হচ্ছে?

> এখানে অনেকেই আরও কলেজ চাইছেন, রাস্তা চাইছেন, ব্রিজ চাইছেন। কিন্তু আমি কীভাবে করব? কেন্দ্র ৪৬ হাজার কোটি টাকা কেটে নিচ্ছে। আমাদের আয় কম।

শুধু রাস্তায় সাদা পাথর ব্যবহারের প্রসঙ্গেই যে কেন্দ্রের সমালোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। মুখ্যমন্ত্রী অন্য যেকোনো সভায় যে ভাষায় রাজ্যের প্রতি আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন, এই প্রশাসনিক বৈঠকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে না। ওরা শুধু বিজেপি শাসিত রাজ্যেই টাকা দিচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '২৯টি প্রকল্প বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। কষ্ট করে আমাদের রাজ্য চালাতে হচ্ছে।' মুখ্যমন্ত্রী এখনও সুযোগ পেলেই পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারকে সমালোচনা করতে ছাড়েন না। যখন তিনি কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন তখন একই সুরে বাম সরকারের সমালোচনা করে বলেছেন, 'বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষক ও সরকারি কর্মীরা মাসপয়লা বেতন পেতেন না। এখন ১ তারিখেই সবাই বেতন পাচ্ছেন।' উন্নয়নকে হাতিয়ার করতে গিয়ে চাহিদার সঙ্গে যে সামঞ্জস্য রাখা যাচ্ছে না, আর্থিক সংকটের প্রেক্ষাপটে মুখ্যমন্ত্রী তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। সেই কারণে এদিনের সভায় তাঁকে বলতে হয়েছে, 'এখানে অনেকেই আরও কলেজ চাইছেন, রাস্তা চাইছেন, ব্রিজ চাইছেন। কিন্তু আমি কীভাবে করব? কেন্দ্র ৪৬ হাজার কোটি টাকা কেটে নিচ্ছে। আমাদের আয় কম। তার মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় করছি, বড়ো বড়ো ব্রিজ করছি, হলদিবাড়ি–মেখলিগঞ্জের মাঝে তিস্তায় জয়ী সেতু হচ্ছে।' বিভিন্ন এলাকার বিধায়কের বিভিন্ন দাবির কথা শুনে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সোনার ডিম খাব বলে

এরপর নয়ের পাতায়

রায় ও মার্টিন
Class 11&12
দর্শন
মডেল ও সরকার
THE CALCUTTA PUBLISHERS

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিক্ষোভের চাপে ফিরল প্রবেশিকা।

বারোর পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৯.১০
ডিজেল টাঃ ৭০.৬৮

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

বিন্দু বিসর্গ

খেলা দেখব। আপত্তি নেই তো ?

ক্রোয়েশিয়ার হয়ে গলা ফাটাবেন রুশ সমর্থকরা

রাশিয়ায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ
দেবস্মিতা মৌলিক

মস্কো, ১০ জুলাই ঃ বিশ্বকাপ জেতার প্রত্যাশা নিয়ে ইংল্যান্ডের 'ইট্‌স কামিং হোম' গান ও স্লোগান এখন গোটা বিশ্বে কার্যত ভাইরাল। কিন্তু তার জেরেই যেন ইংল্যান্ডে 'লিভিং হোম'–এর হিড়িক পড়ে গিয়েছে। গত দু–দিনে মস্কোয় এসে পৌঁছেছেন বিপুল সংখ্যক ব্রিটিশ। সেমিফাইনালে দলের সাফল্য কামনা করে ইংল্যান্ডের ফুটবলপ্রেমীদের ঘরছাড়ার হিড়িকের মাঝেই তাঁরা যেন ধন্যবাদ দিচ্ছেন ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক ড্যানিয়েল সুবাসিচকে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলতে হলে যে মস্কোর লুঝনিকি স্টেডিয়ামের টিকিট সেভাবে পাওয়া যেত না তা বিলক্ষণ জানেন ইংল্যান্ডের সমর্থকরা। তাই ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের লড়াই পাকা হওয়ার পরেই মস্কোর বিমানের টিকিট কেনার ধুম পড়ে গিয়েছিল ব্রিটিশদের। বুধবার ম্যাচের দিনেও ইংল্যান্ডের বেশকিছু সমর্থক পা রাখবেন মস্কোতে, আশা করা হচ্ছে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়াবে হাজার দশেকে। রুশদের মধ্যে কিছুটা হলেও ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ ঘিরেই প্রত্যাশা বেশি। রুশদের সমর্থনের পাল্লা ক্রোয়েশিয়ার দিকে অনেকটা ঝুঁকে থাকলেও ইংল্যান্ডকে সমর্থন করছেন এমন হাতেগোনা কিছু রুশদেরও দেখা মিলছে। আগের আশঙ্কা কাটিয়ে মস্কোয় এসে বিশ্বকাপের আবহে ব্রিটিশরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মস্কোর আজকের হালকা বৃষ্টি–বাদলাতেও তাঁদের উৎসাহে কোনো ভাটা নেই।

ইংল্যান্ড–সুইডেন কোয়ার্টার ফাইনালের সময়ে বিয়েবাড়িতে ছিলেন টমাস ইভান্স। হাফটাইমে ইংল্যান্ডকে ১–০ ফলে এগিয়ে থাকতে দেখেই সরাসরি মস্কোর বিমানে টিকিট কেটে ফেলেন। ২৭ বছরের লন্ডনের টমাস বলছিলেন, 'একদিকে বিয়েবাড়িতে সবাই উৎসব করছে, আর আমি একপাশে বসে হন্যে হয়ে বিমানের টিকিট কাটছি। দলের উপরে ভরসা ছিল, তাই হাফটাইমের পরেই কেটে ফেলেছিলাম টিকিট।' গ্রুপপর্বে তিউনিশিয়া ও প্রি–কোয়ার্টারে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দেখে বিয়েবাড়িতে যোগ দিতে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন টমাস। ফের মোটা টাকা খরচ করে রাশিয়ায় ফিরে আসা প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'মাঝে চারবছর আর কোথাও ঘুরতে যাব না। পয়সা জমাব। পরের কাতার বিশ্বকাপ আমার গন্তব্য। '৯৬ সালের ইউরোর কথা সেভাবে মনে নেই। নিজের চোখে দেশের এত ভালো পারফরম্যান্স এই প্রথম দেখছি, তাই ফিরে আসতেই হল।' ম্যাঞ্চেস্টার থেকে আসা ২৮ বছরের শার্লেট রক্সবুর্গ অবশ্য সপ্তাহ খানেক আগেই মস্কোর টিকিট কেটে রেখেছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অন্ধ ভক্ত শার্লেট জানাচ্ছিলেন, 'জানি না কেন, মনে হয়েছিল এবারে আমরা পারব।

এরপর নয়ের পাতায়

সেমিফাইনালের আগে অনুশীলনে ইংল্যান্ডের হ্যারি কেন। –এএফপি

ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় তদন্তে সেনা ও পুলিশ

রাহুল মজুমদার ● শিলিগুড়ি

১০ জুলাই ঃ ফাঁসিদেওয়া থানার তাওয়াজোতে সোমবার ড্রোন উদ্ধারের ঘটনায় পৃথক তদন্ত শুরু করল জেলার পুলিশ প্রশাসন ও সেনাবাহিনী। এই ঘটনায় মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেফতার করেছে। অন্যদিকে, রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রর নির্দেশে মঙ্গলবারই ফাঁসিদেওয়া থানায় যান দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অখিলেশ চতুর্বেদী, এসএসপি (স্পেশাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ) সিআইডি অজয় প্রসাদ, ডিএসপি গ্রামীণ, ডিএসপি সিআইডি সহ পুলিশের পদস্থ কর্তারা। অন্যদিকে বায়ুসেনা, বিএসএফ, সেনাবাহিনীর কর্তারাও এদিন থানায় যান। পুলিশ সূত্রে খবর, ড্রোনে মেমোরি কার্ডের জায়গা ফাঁকা রয়েছে। মেমোরি কার্ডটি কোথায় গেল তা নিয়ে ধন্দে পড়েছেন পুলিশ কর্তারা।

সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে ঘোষপুকুর হয়ে উত্তরকন্যা পৌঁছানোর প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদেই মূল সড়ক থেকে এক কিলোমিটার দূরে তাওয়াজোতে একটি ড্রোন পড়ে থাকতে দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা কণিকা সমাজদার প্রথমে সেটি লক্ষ্য করেন। এরপরেই তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের ডেকে বিষয়টি জানান। তাঁরা খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ড্রোনটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সোমবার রাতে পুরো বিষয়টি জানানো হয় উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের। মঙ্গলবার সকালে ফাঁসিদেওয়া থানায় যান দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অখিলেশ চতুর্বেদী। পাশাপাশি, সিআইডি কর্তারাও ঘটনাস্থলে যান। এরপরেই বায়ুসেনা এবং বিএসএফের আধিকারিকদের একটি দল ফাঁসিদেওয়া থানায় যান। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে থাকাকালীন এই ধরনের ঘটনা ছোটো করে দেখছেন না পুলিশকর্তারা। তাই মঙ্গলবার পুলিশ সুপার নিজে অন্য পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে গিয়ে কণিকাদেবীর সঙ্গে প্রথমে কথা বলেন তাঁরা। এরপর ড্রোনটি কীভাবে ওই জায়গায় এল, কোথায় সেটি পড়েছিল সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। ড্রোনটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে বাংলাদেশের সীমানা কতটা দূরে রয়েছে, কোনো জঙ্গি সংগঠন এর সঙ্গে জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশকর্তারা।

এরপর নয়ের পাতায়

পাহাড়ে সংগঠন বাড়াচ্ছে তৃণমূল

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১০ জুলাই ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ এবং পূর্ত দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠক করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)–এর প্রশাসনিক বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিনয় তামাং। বৈঠকে আলোচনার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা না গেলেও বিনয় জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার টি অ্যাডভাইসরি কাউন্সিলের বৈঠক রয়েছে। সেই বিষয়েই অরূপবাবুর সঙ্গে আমাকে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করতে বলেছিলেন। এই বিষয়েই কথা হয়েছে।' এদিন অরূপবাবু এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি গৌতম দেব ছাড়াও শিলিগুড়ি এবং পাহাড়ের দলীয় নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন। উন্নয়নকে বাধা না দিয়ে পাহাড়ে দলকে মজবুত করার নির্দেশ দিয়েছেন মন্ত্রী। মূলত ২১ জুলাই কলকাতার সমাবেশ নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর।

পূর্ব ঘোষণা মতোই মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরে তিন জেলার প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার উত্তরকন্যায় টি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের বৈঠকও করবেন। সেই বৈঠকের আগেই পাহাড়ের চা বাগান সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে আলোচনায় বসতে বলেছিলেন বলে এদিন বিনয় জানিয়েছেন। সন্ধ্যায় এই বৈঠকের পরে বিনয় বলেন, 'আমি টি অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছি। পাহাড়ের চা শিল্পের অবস্থা খুব ভালো নয়। শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। চা বাগানের জমিতে বসবাসকারী শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া, দ্রুত ন্যূনতম মজুরি চুক্তি কার্যকর করা সহ শ্রমিকদের অন্যান্য সুযোগসুবিধা দেওয়ার দাবি ওই বৈঠকে তুলে ধরবো। মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে যেভাবে উদ্যোগী হয়েছেন তাতে আমরা এই বৈঠক নিয়ে আশাবাদী। অরূপবাবুকে এসবই জানিয়ে গেলাম।'

হঠাৎই আক্রমণাত্মক বিনয়

পাহাড়ের তৃণমূল নেতা রাজেন মুখিয়া এদিনের বৈঠক প্রসঙ্গে বলেন, 'দলের জেলা পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের খুব ভালো বৈঠক হয়েছে। উনি পাহাড়ে দলকে আরও মজবুত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে, মোর্চা জিটিএ–র মাধ্যমে পাহাড়ের উন্নয়নের কাজ করছে। আমরা ওদের উন্নয়নে বাধা না দিয়েই পাহাড়ে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করতে ময়দানে নামছি।'

এদিকে, বর্তমান গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা প্রধান বিনয় তামাং হঠাৎই বিমল গুরুংয়ের পাশাপাশি জিএনএলএফেরও কড়া সমালোচনা করায় পাহাড়ের রাজনীতিতে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এমনকি তাঁর এই মন্তব্যের জেরে পাহাড়ে নতুন করে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলেও রাজনৈতিক মহল মনে করছে। বিনয় তামাং বলেছেন, 'আমি জিএনএলএফ–কে নিজেদের বন্ধু ভাবতাম। কিন্তু ওরা যে নীতি নিয়েছে তাতে এখন ওরা আমাদের বন্ধু নয়, বরং প্রধান বিরোধী। তাই এবার থেকে পাহাড়ে ওদের বুঝে নেব।' বিনয়ের এই মন্তব্যের জবাবে জিএনএলএফ–ও চুপ করে বসে নেই। দলের সাধারণ সম্পাদক মহেন্দ্র ছেত্রী বলেন, 'আমাদের সঙ্গে লড়াই করার মতো ক্ষমতা নেই বিনয় তামাংয়ের নেতৃত্বাধীন মোর্চার। পাহাড়ে সেভাবে মানুষের সমর্থন না পেয়ে ওরা আসলে হীনম্মন্যতায় ভুগছে। বিনয় তামাংয়ের সভায় তারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।'

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে বিনয় তামাংরা গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) দায়িত্ব নেন। নভেম্বর মাসে জিএনএলএফ সভাপতি, সম্পাদককে রেখে হিল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করে রাজ্য সরকার।

এরপর নয়ের পাতায়